ছোটগল্প

শারদ অর্ঘ্য

সার্কাস

তনুশ্রী পাল

বাসস্ট্যান্ডে নেমে ডানধারের রাস্তাটাই সরাসরি ঢুকে গেল আমাদের গ্রামে। বাস চলে গেল সোজা পুবমুখে। এখন এ রাস্তা সার্ক রোড নামে চিহ্নিত। সারিসারি ভারতীয় ট্রাক মালপত্তর নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত চেকপোস্ট পেরিয়ে বাংলাদেশে যায়। সে যা হোক পুবদিকে না গিয়ে এখন গ্রামেই ঢুকে পড়ি চলুন। যারা গ্রামে থাকে তারা জানে গ্রামের টান কেমন। সে ক'মাস বাদে হস্টেল থেকেই ফেরো বা বিকেলের টিউশন থেকে ফেরো, নয় গরমের ছুটি কাটিয়ে মামাবাড়ি থেকেই ফেরো, বাস থেকে নেমেই মনে হবে ঘরে ফিরলাম। দেখা হলেই লোকে কথা বলবে, ডাক খোঁজ চলবে। পরীক্ষায় পাশ করলে খুশি হয়ে বলবে, 'পাশ করলি, অ।' না করলে বলবে, 'ফেল হইলি বলে এইবার, অ। থাউক গিয়া' এর বেশি কারও তেমন মাথাব্যথা দেখিনি। সত্যি এমনটাই ছিল আমাদের ছোটবেলার সে গ্রাম। বাসস্ট্যান্ডে নেমে কিছু দোকানপাট, রাস্তার দু'ধারে বাড়ি। গমভাঙা মেশিন, দর্জির দোকান, হাটখোলা, বোষ্টমির আখড়া, লাইব্রেরি, রাইস মিল, দাসেদের গালামালের বড় দোকান, গুদাম বাড়ি – সহ মাড়োয়ারি পট্টি। সবাই আত্মীয়ের মতোই। পরস্পরের ঘরের খবর রাখে, অত ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই।

তা এই দাসবাড়ির বড়ছেলে গোপালকাকুকে নিয়েই কথা। ওঁর মায়ের মতোই বড় বড় গোল্লা চোখে পলকহীন চেয়ে থাকা স্বভাব কাকুর। তবে কাকিমা, ওঁর স্ত্রী আর বাচ্চা দু'টো ছিল শান্ত স্বভাবের। বাড়ির সামনেই বাঁদিক ঘেঁষে কাঠের পাটাতনের ওপর দোকান। ডানধারের ছোটঘরে একটা গমভাঙা মেশিন ঘিসঘিস শব্দে সকাল থেকেই চলে। মাঝে উঠোনে ক'টা গোলাপ আর জবাগাছ বাঁশের বাঁখারি দিয়ে ঘেরা। তার পিছনে মূল বসতবাটি। উঠোন ঘিরে চারভিটেয় ছেলেদের ঘর। পিছনে সুপুরি নারকেলের বাগান।

শোনা কথা, গোপালকাকু মা ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করেন না। দোকান ছেড়ে ভিতর বাড়িতে খেতে গেলে বা হঠাৎ বড় বাইরে বা ছোট বাইরে যেতে হলে মাকে বসিয়ে যান। কাকিমার চান্স নেই কদাপি। লাইসেন্স রিনিউয়াল, ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি কাজে শহরে গেলে বা মালপত্র আনতে গেলে দাসকাকুর মা বসে দোকানে, আর কেউ না। বয়স হলেও যথেষ্ট শক্তপোক্ত চেহারা ঠাকুমার আর তাঁর সবচেয়ে আদরের এই বড়ছেলে গোপাল। সবচেয়ে বড় বাটিতে দুধ, বড় মাছের পিস, ভরা ভরা বড় একবাটি মাংস, সবচেয়ে ভালো জামা প্যান্ট এ সবে অভ্যস্ত তিনি।

বড় হওয়ার পর সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস, যাত্রা, ম্যাজিক সে যাই হোক সবেরই প্রথম দিনের প্রথম শো প্রথম সারিতে বসে দেখবেনই উনি। আবার মরসুমি ফল যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কমলা যখন যা আসবে সবার আগে বড়ছেলে গোপালের সামনে সবটা ধরে দেওয়া হবে। এটাই সে বাড়ির প্রচলিত রীতি। অন্যেরা বা বাচ্চারাও জুলুজুলু নেত্রে তাকিয়ে থাকলেও মোটেও সেদিকে দৃকপাত করার লোক ছিলেন না। তারপর খেতে খেতে হাঁফিয়ে গেলে বা পেট একেবারে টইটুম্বুর হলে তবে তিনি বিরতি দিলেন। তখন, একমাত্র তখনই বাড়ির আর সব সদস্যরা খাবেন। তা না হলে কী হবে? হবে অনেক কাণ্ড মানে প্রায় লঙ্কাকাণ্ড আর কি। অন্য কেউ তার পছন্দের জিনিসের দিকে হাত বাড়ালে প্রথমে দাঁত কিড়মিড় করে সেই হাত ও হাতের মালিক ব্যক্তিটিকে কয়েক পলক তিনি অবলোকন করবেন। তারপর তার গোল্লা চোখ দিয়ে প্রথমে ঠিকরে পড়বে প্রবল ক্রোধ ও ঘৃণা, তারপর ক্রুদ্ধ মার্জারের মতো 'ফ্যাঁসসস' শব্দ তুলে শত্রুপক্ষের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। শত্রুটি শিশু হলেও তার মাফ নেই, ক্রন্দনরত শিশুর হাত থেকে খাদ্যটি নির্বিবাদে কেড়ে নেবেন ও বিস্ময়াভিভূত শিশুটির সামনেই খেয়ে ফেলবেন। তা সে বাড়ির সব শিশুরা এবং তাদের বাবা মায়েরা জানে। তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং সাবধানীও। কথায় বলে না সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট।

কিন্তু দিন পাল্টায়। দাদা বড়, কত ছোটবয়স থেকে সংসার সামলাচ্ছে, বাবা চলে যাওয়ার পর এই দাদাই তো ব্যবসার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ভাইয়েদের দেখভাল করেছে – এ সব ভেবে ভাইয়েরা মনকে প্রবোধ দেয়, বউয়েদের শান্ত করে। কিন্তু এই একতরফা ভক্তি আর কত দেখানো যায়? বাচ্চাদের সঙ্গে এমনধারা ব্যবহারই বা আর কত সহ্য হয়? ভাইয়ের বউয়েরা ভাশুরের নামে তাদের বরেদের কান ভারী করে চলল ক্রমাগত। আরও ছোটবড় নানান সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠল। সুতরাং সংসার পৃথগন্ন হল একদিন। ভাগবাঁটোয়ারা হল। তাদের মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদলেন খানিক। ভূপাল, নেপাল, প্রতাপ তিনভাই বাড়ি ছেড়ে অন্যখানে গেল। তিন বউয়ের মুখে এতদিনে হাসি ফুটল। তাদের মা বড়ছেলের কাছে রয়ে গেলেন, খানিক ম্রিয়মান হয়ে। গোপালকাকিমাও আরও বিষণ্ণ হয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

কথার থেকে অ্যাকশনেই বেশি অভ্যস্ত ছিলেন গোপাল কাকু। সে কারণেই গমভাঙা মেশিনের ঘরে সদা সন্ত্রস্ত হরিদা কাজ করলেও দোকানে কোনও কর্মচারী টেঁকে না। সবারই তো নিজের প্রাণের প্রতি মায়া আছে। তবে তাঁর দোকানের জিনিস ভালো, ওজনেও ঠিকঠাক তাই বিক্রিবাটাও ভালো। সে যা হোক গোপালকাকুর এই স্বভাবের জন্যে তাঁর মাকেই দোষ দেয় লোকে। তারা আড়ালে বলে আদর দিয়ে দিয়ে বড়ছেলেকে একেবারে জাম্বুবান তৈরি করেছে দাসগিন্নি। ছেলের কোনও দোষই মায়ের চোখে পড়ে না। স্কুল শেষে কলকাতায় কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল গোপালকে, পিসির বাড়িতে থেকে পড়বে এমনই ব্যবস্থা। 'দধির অগ্র আর ঘোলের শেষে' অভ্যস্ত গোপাল কি আর পিসতুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে চলবে? তাও মাস দু'য়েক পিসি আর পিসে গোপালের অত্যাচারে ও নিজের ছানাপোনার কষ্ট সহ্য করে শেষতক দাদাকে চিঠি লেখেন এবং গোপালকাকু স্বস্থানে ফেরত আসে। তারপর জেলা শহরের কমার্স কলেজ থেকে পাঠ সাঙ্গ করেন। ইতিমধ্যে বাবা হঠাৎ গত হলে সংসারের দায়িত্ব পড়ল বড়ছেলের ওপর। তখন ভাইয়েরা সব স্কুলের ছাত্র। তবে মা আগলেছেন অনেকটাই।

তা ঘটনা হল সার্কাস। হ্যাঁ সেবার জেলা শহরে সার্কাস এসেছে। যথারীতি আমরা ভাইবোনেরা বাড়িতে ঘ্যানঘ্যান করে মাকে বাবাকে রাজি করিয়েছি। ফলস্বরূপ সার্কাস দেখতে যাওয়ার আগের দু'দিন একঘণ্টা করে বেশি সময় বই নিয়ে বসে থাকতে হল। মা, বাবা, কাকা, কাকি আর আমরা সব ভাইবোনেরা ভরদুপুরের শো দেখতে বারোটার বাসে চেপে শহরে গেলাম। সন্ধের বাসে বাড়ি ফেরা। আজ নিয়ে চারদিন শো শুরু হয়েছে। পশুপাখির গন্ধওয়ালা সার্কাসের তাঁবুর সামনে লোকজনের তেমন ভিড় নেই। শহরের

খেতে খেতে হাঁফিয়ে গেলে বা পেট একেবারে টইটুম্বুর হলে তবে তিনি বিরতি দিলেন। তখন, একমাত্র তখনই বাড়ির আর সব সদস্যরা খাবেন। তা না হলে কী হবে? হবে অনেক কাণ্ড মানে প্রায় লঙ্কাকাণ্ড আর কি। অন্য কেউ তার পছন্দের জিনিসের দিকে হাত বাড়ালে প্রথমে দাঁত কিড়মিড় করে সেই হাত ও হাতের মালিক ব্যক্তিটিকে কয়েক পলক তিনি অবলোকন করবেন। তারপর তার গোল্লা চোখ দিয়ে প্রথমে ঠিকরে পড়বে প্রবল ক্রোধ ও ঘৃণা, তারপর ক্রুদ্ধ মার্জারের মতো 'ফ্যাঁসসস' শব্দ তুলে শত্রুপক্ষের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন